পাক্ষিক

لا اله الا الله محمد رسول الله

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

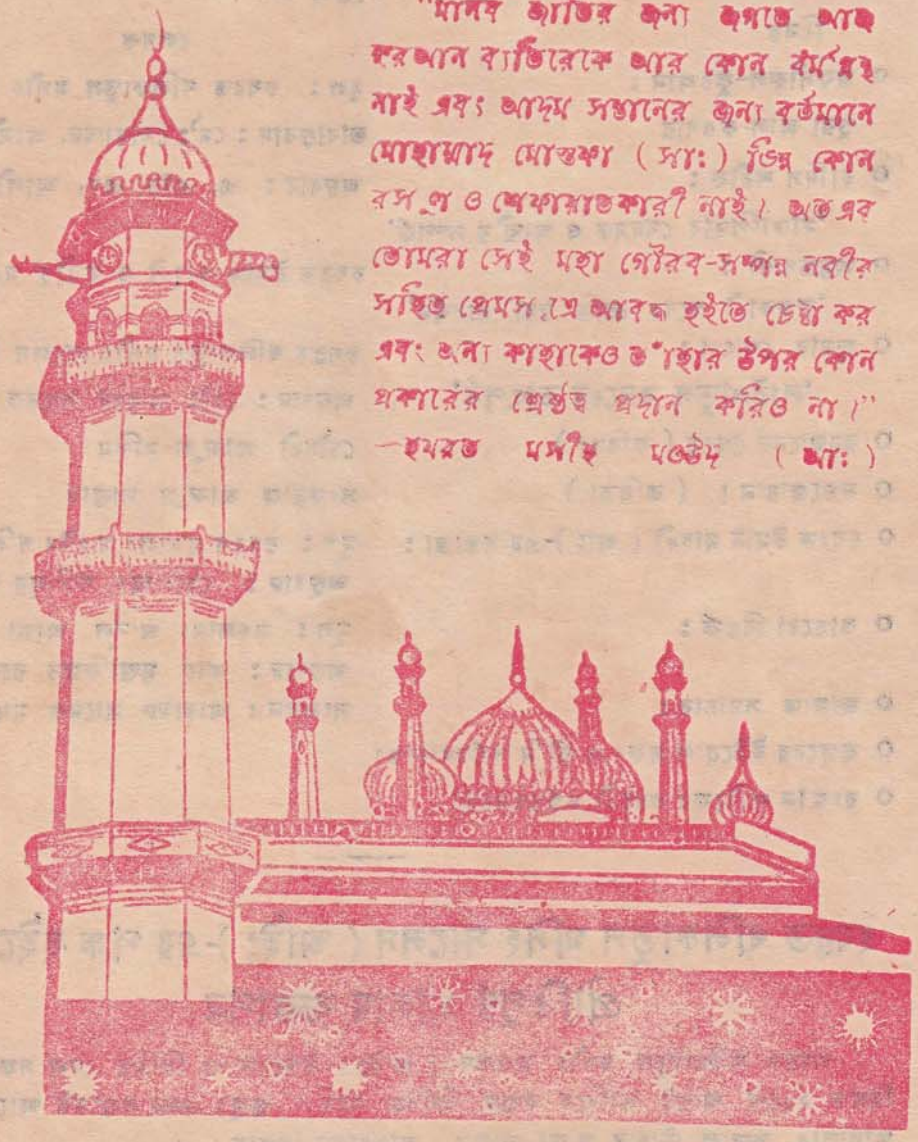

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

২৯শে ভাদ্র, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ ইং : ১১ই শাওয়াল, ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ ইং | ৩১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
○ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
○ হাদিস শরীফ : 'মাতাপিতার খেদমত ও আত্মীয় সম্পর্ক'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৬
○ অমৃতবাণী : 'রুগ্নকারী গণের প্রতি দয়া প্রদর্শন'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ)	৮
○ জুমার খোৎবা : 'লাইলাতুল কদরের তাৎপর্য'	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৯
○ রমজানের শেষে (কবিতা)	চৌধুরী আব্দুল মতিন	১৫
○ নওজোয়ান! (কবিতা)	সফরাজ আব্দুস সাত্তার	১৬
○ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা :	মূল : হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফা সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৭
○ কায়রো বিতর্ক :	মূল : মওলানা আবুল আতা (রহঃ) অনুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	২০
○ জামাতে সমাচার :	সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৩
○ হুজুরের ইউরোপ সফর ও দ্বীনি কর্মতৎপরতা		
○ রমজান শরীফের রুহানী কর্মতৎপরতা		

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর পক্ষ হইতে সকলকে প্রীতিপূর্ণ সালাম জ্ঞাপন

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর শেষ করিয়া বিগত ২৯শে আগষ্ট তারিখে লণ্ডন ফিরিয়া যান। হুজুর এখন লণ্ডনেই আছেন। আল্লাহ-তায়ালার ফজলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল। আলহামদু লিল্লাহ্‌।

হুজুর আকদাস (আইঃ) বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর সাহেবের নিকট তাঁহার প্রেরিত ২৩/৮/৭৮ইং তারিখের পত্রে বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে প্রীতিপূর্ণ "আস-সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহে ও বরকাতুহু" জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি হুজুরের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং বিশ্বব্যাপি ইসলামের প্রচার ও প্রাধান্যবিস্তার কল্পে তাঁহার উদ্যোগ সমূহে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩২ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

২৯শে ভাদ্র, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৫ই তবুক, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কাওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহাম্মদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

(২৬) আঁ-হযরত (সাঃ) বাদশাহ হইয়াছিলেন, কিন্তু বাদশাহ হইয়াও তিনি দারিদ্রকে পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন। একবার তাঁহার কন্যা হযরত ফাতেমা রাঃ) আসিয়া তাঁহাকে নিজ হাতের কড়া দেখাইয়া বলিলেন, কাজ করিতে করিতে আমার হাতে কড়া পড়িয়া গিয়াছে। আমাকে নিজের হাতে সব কাজ করিতে হয়। সন্তানদের পালন করিতে হয়, খানা পাক করিতে হয়, গম পিষিতে হয় ইত্যাদি ঘরের সকল কাজ নিজেকে করিতে হয়। "আপনি আমাকে একজন খাদেম দিন, যেন সে আমার কাজের সহায়ক হয়।" যেহেতু তখনকার দিনে কৃতদাসদের নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ কোন বিভাগ ছিল না, সেই জন্য তাহাদিগকে লোকদের সেবায় বিতরণ করিয়া দেওয়া হইত। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর ইঙ্গিত সেই দিকে ছিল যে, তাঁহাকেও যেন কোন কৃতদাস দেওয়া হয় যাহাতে সে গৃহচর্যার কাজ করিতে পারে। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, বেটি কেন দুঃখিত হইতেছ? তুমি নামাযের পর যিকরে ইলাহী করিও। আল্লাহতায়ালা আপন ফজল দ্বারা তোমার এই সকল কষ্ট দূর করিবেন। এই ভাবে তিনি কন্যার মনতুষ্টি করিলেন এবং বাদশাহ হইয়াও দরিদ্র অবস্থাকেই পছন্দ করিলেন।

(২৭) আঁ-হযরত (সাঃ) দৃষ্টান্ত বিহীন তকওয়ার অধিকারী ছিলেন। যখন তাঁহার আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসিতেছিল, তখন একদিন তিনি সাহাবা (রাঃ)-কে বলিলেন,

"মানুষ যত উর্চ্চ মর্যাদালাভ করুক না কেন, তাহার ত্রুটি হইয়া যায়। কিন্তু আল্লাহতায়ালা উহার প্রতিফল দিতে ছাড়েন না। আমার ভয় হয়, আমার দ্বারাও কেহ দুঃখ পাইয়া থাকিতে পারে। উহার জন্য আমি খোদাতায়ালার নিকট অপরাধী হইব। তোমাদের কাহাকেও যদি আমি কষ্ট দিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা আমার প্রতি উহার প্রতিশোধ গ্রহণ কর।" আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি সাহাবা (রাঃ)-এর যে প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল উহা সাধারণ লোক অনুধাবন করিতে পারিবে না। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কথা শুনিয়া তাহারা দিশেহারা হইয়া গেলেন। কিন্তু একজন আনসারী শান্তচিত্তে আগাইয়া আসিল এবং বলিলেন, "হে আল্লাহর রসুল, আমি আপনার দ্বারা একটি দুঃখ পাইয়াছিলাম। এক যুদ্ধ উপলক্ষে আপনি লাইন ঠিক করাইতে ছিলেন। আমি লাইনে খাড়া ছিলাম। আপনি আমার পিছন দিয়া যাইতে আপনার কনুইয়ের আঘাত আমার পিঠে লাগিয়াছিল। হে আল্লাহর রসুল এখন আমি উহার প্রতিশোধ লইতে চাই। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন "আমি প্রস্তুত, তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর। ইহা দর্শনে সাহাবা (রাঃ)-এর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। যদি আঁ-হযরত (সাঃ) সম্মুখে না থাকিতেন, তাহা হইলে তাহারা প্রতিশোধ প্রার্থী সাহাবীকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু তিনি নির্বিকার চিত্তে বলিলেন, "হে আল্লাহর রসুল! তখন আমার দেহে কোন কুর্তা ছিল না। আপনার দেহ এখন কুর্তা দ্বারা আবৃত।" আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "ঠিক আছে। তুমি কুর্তা তুলিয়া লও। তিনি আগে বাড়িয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পৃষ্ঠদেশের কাপড় উঠাইয়া একান্ত শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে পৃষ্ঠের উপর চুম্বন দিলেন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলেন "হে আল্লাহর রসুল। আপনার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের কোন প্রশ্নই উঠে না। আপনার প্রতি আমার হৃদয়ের ভালবাসা প্রকাশের ইহা এক বাহানা মাত্র। আপনার অনুমতি মূলে এই সুযোগের এইভাবে সদ্ব্যবহার করিলাম। কে জানে আমার জীবনে আপনার প্রতি প্রেম নিবেদনের এরূপ সুযোগ আর কখনও পাইব কি না।" এই দৃশ্য দেখিয়া বাকী সাহাবা (রাঃ), যাঁহারা তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া ছিলেন, মনে মনে তাঁহাকে ঈর্ষা করিতে লাগিলেন যে হায়! তাঁহারা ও যদি এরূপ কোন বাহানা উদ্ভাবন করিতে পারিতেন! তাহা হইলে তাঁহারাও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা প্রকাশের সুযোগ করিয়া লইতেন কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তাকওয়ার নমুনা দেখুন আজীবন এত মানব সেবার পরও তিনি ঘোষণা করিলেন যে, কেহ তাঁহার নিকট হইতে দুঃখ পাইয়া থাকিলে, সে যেন তাহার প্রতিশোধ লইয়া যায়!

(২৮) আঁ-হযরত (সাঃ) এত বিনয়ী ছিলেন যে, তাঁহার আগমনে তাহার সম্মানার্থে লোকদের দাঁড়াইতে নিষেধ করিতেন। তিনি বলিতেন, "ইহা ইরানীগণের পদ্ধতি। আমি বাদশাহ নহি। খোদাতায়ালা আমাকে নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।"

তাঁহার বিচারে এক দৃষ্টান্ত। একদিন এক আনসারী পীড়িত হইয়া পড়েন। আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার শুশ্রূষার জন্য গেলেন। ফিরার সময়ে সেই আনসারী চড়িবার জন্য তাঁহাকে একটি ঘোড়া দিলেন এবং তাহার পুত্রকে তাহার সঙ্গে দিলেন এবং বলিলেন হযরত সঙ্গে যাইবার জন্য মানুষ জোগাড় করিতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অসুবিধা হইবে, সুতরাং সে তাহার সঙ্গেও যাইবে এবং ফেরৎ আসার সময় ঘোড়াটিও লইয়া আসিবে। অল্পক্ষণ পরে তাহার পুত্র ফিরিয়া আসিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চলিয়া আসিলে কেন? আমি তোমাকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে এই জন্য দিয়াছিলাম যে পথে তুমি তাঁহার হেফাযত করিবে এবং ফেরত আসার সময়ে ঘোড়াটি লইয়া আসিবে। তুমি তাহার সঙ্গে গেলে না কেন? কি হইল?" সে উত্তর দিল "আমি নিঃরুপায়। যখন আঁ-হযরত (সাঃ) বাহির হইয়া গেলেন, তখন তিনি আমাকে বলিলেন "তুমিও আমার পিছনে ঘোড়ার পিঠে চড়।" আমি বলিলাম "হে আল্লাহর রাসুল। আমার দ্বারা এরূপ বেদাদবী কাজ হইবে না। তিনি তখন বলিলেন, "আমার দ্বারাও ইহা হইবে না যে, আমি ঘোড়ায় চাপিয়া যাইব এবং তুমি পায়ে হাঁটিয়া আমার সহিত যাইবে। হয় তুমি আমার সহিত ঘোড়ায় চাপিয়া চল, নচেৎ তুমি ফিরিয়া যাও।" সুতরাং আমি ফিরিয়া আসিলাম।

(২৯) আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার দরিদ্র সাহাবা (রাঃ)কে যেরূপ ভালবাসিতেন এবং তাহাদিগের অনুভূতির প্রতি যেরূপ খেয়াল রাখিতেন তাহা একটি ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়। এক সাহাবী (রাঃ) অত্যন্ত কদাকার ও কুৎসিত ছিলেন; তিনি মজদুরী করিতেন। একদিন মজদুরী উপলক্ষে তিনি এক স্থানে খাড়া ছিলেন। তাহার দেহ ঘর্মাক্ত ও চিত্র বিমর্ষ দেখাইতেছিল। এমন সময় আঁ-হযরত (সাঃ) সেই দিকে আসিতেছিলেন। যেভাবে ছেলেরা আপোষে কানামাছি খেলে তিনি পিছন হইতে আসিয়া স্বীয় দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া ঐ সাহাবী (রাঃ-এর দুই চক্ষু চাপিয়া ধরিলেন। তিনি তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। তিনি জানিতেন যে, তিনি দরিদ্র, তাঁহার কলেবর ঘর্মাক্ত এবং মৃত্তিকাময় এবং তিনি কুৎসিত। সুতরাং আঁ-হযরত (সাঃ) ব্যতিরেকে আর দ্বিতীয় কে আছে যে এরূপ অবস্থায় তাহাকে প্রীতি স্পর্শ দিবে? তিনি তাহার হস্তদ্বয় পিছন দিকে ফিরাইয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দেহে বুলাইয়া তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। কারণ তাঁহার দেহ অত্যন্ত নরম ও পেলব ছিল। আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ঐ সাহাবী (রাঃ) তাঁহার সহিত প্রীতিপূর্ণ ক্রীড়ামোদ করিতে দেখিয়া তাঁহারও মনে আমোদের জোশ জাগিল! তিনি তাঁহার দেহ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দেহের সহিত খুব রগড়াইলেন। যখন আঁ-হযরত (সাঃ) বুঝিলেন এই সাহেবী (রাঃ)-এর মন তৃপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি বলিলেন, "আমি এক গোলাম বিক্রয় করিব, কে তাহাকে লইবে?" তখন সেই সাহাবী (রাঃ) নিবেদন করিলেন, "হে আল্লাহর রসুল। কে আমাকে খরিদ করিবে? আঁ-হযর (সাঃ) বলিলেন, "আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের নিকট তোমার মূল্য খুব বেশী।"

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সম্বন্ধেও এই ভাবের এক ঘটনা আছে। তিনি সব সময়ে মসজিদে থাকিতেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রত্যেকটি কথা তিনি মনোযোগ সহকারে শুনিতেন। তিনি এ বিষয়ে সদা সাবধান থাকিতেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কোন কথা তাঁহার শুনিতে বাদ না পড়ে। যেহেতু তিনি কোন রোজগার করিতেন না, সেই জন্য তাহার ভ্রাতা কিছুদিন তাঁহাকে খানা পৌঁছাইয়া দিত। কিন্তু যখন সে দেখিল যে, তিনি পুরা মুল্লা বনিয়া গিয়াছেন, কাজ না করিয়া বসিয়া বসিয়া খাইতে চাহেন, তখন সে খানা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। এই জন্য তাহাকে প্রায়ই বেলার পর বেলা উপর্যুপরি অভুক্ত থাকিতে হইত এবং তিনি ক্ষুধায়ও কাতর হইয়া পড়িতেন। একদিন তিনি ক্ষুধায় যখন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি মসজিদের এক বাতায়ন পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্থির করিলেন যে, পথ দিয়া কোন সাহাবী গেলে তাঁহাকে পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিব যাহার মধ্যে দারিদ্রগণকে আহার করানোর আদেশ আছে। ইহার ফলে হয়ত কেহ প্রশ্নের মর্ম বুঝিয়া আমাকে খানা খাওয়াইতে পারে। ঘটনাক্রমে সর্ব প্রথম হযরত আবু বকর (রাঃ) পথ দিয়া যাইতে ছিলেন। হযরত আবু হোরেরা (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة (حشر)

আয়াতের মর্ম কি? তিনি বলিলেন "ইহার অর্থ এই যে, তাহারা (মোমেনগণ) অন্য দের সম্বন্ধে খুব সজাগ থাকে এবং নিজেরা ক্ষুধার্ত থাকিয়া নিজেদের খানা ক্ষুধিত ব্যক্তিগণকে খাওয়ায়।" এই উত্তর দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) আসিলেন। তাঁহাকেও তিনি একই প্রশ্ন করিলেন। তিনিও হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ন্যায় উত্তর দিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে হযরত আবু হোরেরা (রাঃ) ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তাঁহারা কি আমা অপেক্ষা বেশী কুরআন বুঝে? আমি ভাবিয়াছিলাম তাহারা আমার মুখ দেখিয়া আমার প্রশ্ন বুঝিয়া ফেলিবে এবং আমাকে খানা খাওয়াইবে। কিন্তু তাহারা আমাকে অর্থ শুনাইয়া চলিয়া গেল।" তিনি মনে মনে রাগে ফুলিতে ছিলেন। এমন সময়ে পিছন হইতে এক প্রিয় আওয়াজ কানে আসিল, "আবু হোরেরা। তুমি ভুখা আছ? এ আওয়াজ ছিল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াও ধরিতে পারেন নাই যে আবু হোরেরা (রাঃ) ভুখা আছেন, কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার কেবল আওয়ায শুনিয়াই ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন যে তিনি ভুখা আছেন। হযরত আবু হোরেরা (রাঃ) পিছনে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "হাঁ। আল্লাহর রসুল। আমি বড়ই ক্ষুধিত।" আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "হে আবু হোরেরা (রাঃ) আমিও ক্ষুধিত ছিলাম। এক ব্যক্তি আমাকে এক পেয়ালা দুগ্ধ পাঠাইয়াছে। এস, আমরা দুগ্ধ পান করি। আবু হোরেরা (রাঃ) বড়ই

খুশী হইলেন এবং তিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পিছনে পিছনে চলিলেন। তিনি বলিলেন "আবু হোরেরা। মসজিদে যাও। দেখ সেখানে আর কোন ভূখা ব্যক্তি আছে কি না। যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আন। "হযরত আবু হোরেরা (রাঃ) বলিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমি মর্মাহত হইলাম। মাত্র এক পেয়ালা দুগ্ধ। কতজন উহা পান করিবে? কিন্তু কি করিব। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আদেশ। সুতরাং আমি মসজিদে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি যে, তথা। আমার ন্যায় ছয় ব্যক্তি বসিয়া আছেন। আমি তাহাদিগকে লইয়া চলিলাম। আমার চক্ষু ফাটিয়া পানি আসিতেছিল যে, কি হইবে। আমি ভাবিয়াছিলাম এক পেয়ালা দুগ্ধ আমি পেট ভরিয়া পান করিয়া লইব। কিন্তু দেখি ছয় জন উহার ভাগিদার জুটিয়াছে। এখন ১৬ জোর দুই দুই ঢোক করিয়া হিসসা মিলিবে। যাহা হউক আমি আঁ-হযরত (সাঃ) সমীপে গেলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যেহেতু আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ছিলাম, আঁ-হযরত (সাঃ) পেয়ালা সর্ব প্রথম আমাকে দিবেন। কিন্তু তিনি পেয়ালা উঠাইয়া সেই ছয়জন ব্যক্তির মধ্যে এক জনের হস্তে প্রথম দিলেন। ইহাতে আমার মনে দুগ্ধ পাওয়ার ক্ষীণ আশা বিলীয়মান হইতে লাগিল। যখন সে দুগ্ধপান শেষ করিল, তখন আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার পেট ভরিয়াছে কি না এবং তাহাকে আরও পান করিতে বলিলেন। সে আরও পান করিয়া বলিল যে তাহার পেট ভরিয়া গিয়াছে এবং সে আর পান করিতে পারিবে না। তখন আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার নিকট হইতে পেয়ালা লইয়া আর একজনকে দিলেন। অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যক্তি বর্গকে পেয়ালাটি একের পর এক জনকে দিতে লাগিলেন। আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, আমার কোন আশা ভরসা নাই। এত জন পান করার পর আমার জন্য ভাগে আর কি থাকিবে। কিন্তু উপরোক্ত ছয় ব্যক্তি দুগ্ধ পান করার পর যখন আমার নিকট পেয়ালা পৌঁছিল, তখন আমি দেখিলাম পেয়ালা দুগ্ধেপূর্ণ। এমনিতেই পান পাত্রটি বড় ছিল, পক্ষান্তরে নবীগণের স্পর্শে বস্তু বরকতপূর্ণ হইয়া থাকে। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন "আবু হোরেরা (রাঃ) এখন তুমি পান কর।" আবু হোরেরা (রাঃ) দুগ্ধ পান করিলেন এবং তাঁহার পেট ভরিয়া গেল। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "তুমি আরও পান কর।" আবু হোরেরা (রাঃ) বলিলেন, আমি এত দুগ্ধ পান করিয়াছি যে, আমার অঙ্গুলিগুলি ফাটিয়া দুগ্ধ বাহির হইতে চাহে। সর্ব শেষে আঁ-হযরত (সাঃ) সাতজনের ছাড়া দুগ্ধ পান করিলেন। এই ঘটনা হইতেও দেখা যায়, আঁ-হযরত (সাঃ) আপন সাহাবা রাঃ-এর মনস্তুষ্টি ও সেবা সম্বন্ধে কিরূপ সচেতন থাকিতেন।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

৩৩। মাতাপিতার খেদমত ও আত্মীয় স্বজনের সাহত সম্পর্ক

২৩৭। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিআল্লাহ আনহু বলেন যে এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া নিবেদন করিল: আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার লোকদের মধ্যে যোগ্যতম কে?' তিনি (সা:) ফরমাইলেন: 'তোমার মা'। অতঃপর, জিজ্ঞাসা করিল: তারপর কে'?' তিনি (সা:) ফরমাইলেন: 'তোমার মা'। সে জিজ্ঞাসা করিল: তারপর কে? তিনি (সা:) ফরমাইলেন: 'তোমার মা'। সে চতুর্থ বার জিজ্ঞাসা করিল: 'তারপর' কে? তিনি (সা:) ফরমাইলেন: 'মায়ের পর তোমার পিতা উত্তম ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। তারপর, ক্রমশঃ শ্রেণীমত নিকটআত্মীয়গণ।"

['বুখারী, কেতাবুল আদব, বাবু মান আহাক্কুননাসে বেহুসনে সুহবাহ ২: ৮৮৩:]

২৩৮। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহ আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "মাটিতে মিশুক তাহার নাসিকা, মাটিতে মিশুক তাহার নাসিকা।" এই কথাগুলি তিনি (সা:) তিন বার ফরমাইলেন। অর্থাৎ, এরূপ ব্যক্তি ভীষণ লাঞ্ছনীয়, ভীষণ দুর্ভাগা, যে তাহার বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে পায়, তবু তাহাদের সেবা ও খিদমত করিয়া জান্নাতে দাখিল হইতে পারে না।"

['মুসলিম কেতাবুল বিররে ও ওয়াস সেলাহ, বাবু মান আদরাকা আবাওয়াইহে; ২-২: ১৭৩ পৃ:]

২৩৮। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে নিবেদন করিল: আল্লাহর রসুল, আমার এমন আত্মীয় স্বজন আছে, আমি তাহাদের প্রতি যদিও কুটুম্বোচিত ব্যবহার করি এবং ইহার উপর ভিত্তি রাখি, তবু তাহারা আমার সহিত সম্বন্ধ রাখে না। ভাল ব্যবহার পাইয়া তাহারা দুর্ব্যবহার করে। আমি তাহাদের সম্পর্কে গাম্ভির্য অববম্বন করিলেও তাহারা আমার বিরুদ্ধে 'জিহালৎ' অর্থাৎ উত্তেজনা মুলক পন্থাবলম্বন করে, তিনি (সা:) ইহা শুনিয়া ফরমাইলেন: 'তুমি যেরূপ বলিতেছ, তুমি তদ্রূপ হইয়া থাকিলে তুমি ত তাহাদের মুখে মাটি লেপন কর। যে পর্যন্ত তুমি এরূপ থাকিবে, তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহতায়ালা তোমার সাহায্য করিতে থাকিবেন।"

['মুসলিম কেতাবুল বিররে ওসা সেলাতেররেহমে ও তাহরীমে কাতয়াতেহা,' ২-২: ১৭৬ পৃ:]

২৪০। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে হাজ্জা-তুল বেদায়ের বৎসর মক্কায় আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখার জন্য গেলেন। আমি হুজুর (সাঃ)-এর খেদমতে আমার রোগের প্রচণ্ডতার কথা নিবেদন করিলাম এবং বলিলাম যে আমার অনেক ধন-সম্পত্তি আছে এবং এক কন্যা ছাড়া আমার কোনো নিকট-আত্মীয় উত্তরাধিকারী নাই। আমি আমার সম্পত্তির তিন ভাগের দুই অংশ সদকা করিব? হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন, 'না'। ইহাতে আমি আবেদন করিলাম, তিন ভাগের এক অংশের অনুমতি হউক। তখন তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'হাঁ, সম্পত্তির তিন ভাগের এক অংশের অনুমতি আছে। মূলতঃ, এই তৃতীয়াংশও অনেক। কারণ ওয়ারিশদিগকে সচ্ছল অবস্থায় ছাড়িয়া যাওয়া ইহা অপেক্ষা ভাল যে, তাহারা অসচ্ছল ও পাই পয়সার মুখাপেক্ষী হয় এবং লোকের নিকট চায়। তুমি খোদা-তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাহাই ব্যয় করিবে, তাহা তোমার আত্মীয় ওয়ারিশানের জন্য হউক, বা অন্য গরীব মিসকিন, দুস্থ, দরিদ্রের জন্য হউক, আল্লাহতায়ালা ইহার সাওয়াব তোমাকে জরুর দিবেন। এমন কি, যদি তুমি আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জন্য তোমার বিবির মুখে 'লুকমা'ও দাও, (অর্থাৎ, তাহাকে খাওয়াও) তবে ইহারও সাওয়াব পাইবে।' ইত্যাকার আলাপ আলোচনার পর আমি আক্ষেপের সহিত নিবেদন করিলাম যে আমার এই পীড়া হয়ত প্রাণনাশকও হইতে পারে এবং এখানেই মক্কাতে আমাকে দাফন করা হয়। এবং আমি আমার সাথী সঙ্গীদের সাথে মদিনায় ফিরিয়া যাইতে না পারি এবং এইরূপে আমার হিজরত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় এবং ইহার পূর্ণ সাওয়াব না পাই। ইহাতে তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: সাওয়াবে কখনো তুমি পিছনে থাকিবে না। যে কাজ তুমি খোদাতায়ালার খাতিরে করিবে, উহার কারণে সাওয়াব ও উচ্চ মর্যাদা পাইবে নিশ্চয়ই। সম্ভবতঃ, বাহ্যিক দিক হইতেও তুমি পিছনে থাকিবে না। আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে বিচিত্র কি যে তিনি তোমাকে 'শিফা' দেন, তুমি আমাদের সাথে মদিনায় ফিরিয়া যাও এবং বিভিন্ন জাতিরা তোমার দ্বারা উপকৃত হয় এবং তোমার বিপক্ষে যাহারা দাঁড়ায় তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, অকৃতকার্য হয়।" [হুযুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে আরোগ্য দান করিলেন। অতঃপর কাদেসিয়া যুদ্ধ বিজয় এবং ইরান অধিকারের তৌফিক দিলেন।] এই আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম দোয়া ফরমাইলেন, আল্লাহ আমার, তুমি আমার সাহাবাদের হিজরতের উদ্দেশ্য সফল কর। অর্থাৎ তাঁহারা মদিনারই হউন। এমন না হয় যে, তাঁহারা যে স্থান ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, সেখানেই উল্টা পায়ে ফিরিয়া আসেন। সা'দ, তোমার জন্য আমার চিন্তা নাই, আফসোস হয় সা'দ বিন খাউলার জন্য।' তিনি এখানেই (মক্কায়) পরলোক গমন করিয়াছেন, মদিনায় ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই।"

[বুখারী,' কেতাবুল ফরায়েজ, বাবু মিরাসিল বনাত,' ২ : ৯৯৭ পৃ:]

(হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

খোদাতায়ালা রুজুকারীগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে দুনিয়াতে আঁধার ও বিশৃঙ্খলা বিস্তার করিত।

"যে সকল লোক কেবল বয়াত করিয়াই খোদাতায়ালার পাকড়াও হইতে বাঁচিতে চান তাহারা ভুল করেন। তাহারা আত্মপ্রতারণায় নিঃপতিত। দেখুন, চিকিৎসক যে পরিমাণ ঔষধ রোগীকে পান করাইতে চান, যদি সে তাহা ঐ পরিমাণে পান না করে, তাহা হইলে শেফা বা আরোগ্য লাভের আশা করা নিরর্থক। যেমন, চিকিৎসক চান, রোগী যেন দশ তোলা পরিমাণ ঔষধ সেবন করে, কিন্তু সে শুধুমাত্র এক ফোটা পান করাকেই যথেষ্ট মনে করে। তাহা হইতে পারে না। সুতরাং সেই পরিমাণ আত্মশুদ্ধি অর্জন কর ও তকওয়া অবলম্বন কর, যে পরিমাণ আত্মশুদ্ধি ও তকওয়া খোদাতায়ালার গজব বা ক্রোধ হইতে বাঁচাইবার কারণ হইয়া থাকে। আল্লাহতায়ালা রুজুকারীগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। কেননা যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে দুনিয়াতে আঁধার বা বিশৃঙ্খলা বিস্তার করিত। মানুষ যখন মুত্তাকী বা খোদাভীরু হয়, তখন আল্লাহতায়ালা তাহার এবং অপরাপরের মধ্যে ফোরকান বা বিশেষত্ব নিহিত করেন। তারপর তিনি তাহাকে প্রত্যেক দুঃখ, কষ্ট ও সংকট হইতে পরিত্রাণ দান করেন। শুধু পরিত্রাণই নয়, বরং وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (—অভাবনীয় উপায়ে তাহাকে রেজেক দান করেন)। সুতরাং স্মরণ রাখিবে যে খোদাতায়ালাকে ভয় করে, খোদাতায়ালাও তাহাকে মুশকেলাত হইতে রেহাই দেন এবং এনয়াম ও একরাম বা পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করেন। অতঃপর মুত্তাকী খোদার বন্ধু হইয়া যায়। তকওয়াশীলতাই সম্মানলাভের উপায় বা কারণ। কোন ব্যক্তি যতই বিদ্যান ও লেখাপড়া জানা হউক না কেন, উহা তাহার সম্মান ও সম্ভ্রমের কারণ হইতে পারে না যদি সে তৎসঙ্গে মুত্তাকী না হয়। কিন্তু যদি অতি সাধারণ পর্যায়ের মানুষ সম্পূর্ণ নিরক্ষরও হয় কিন্তু মুত্তাকী হয়, তাহা হইলে সে সম্মানিত হইবে। এই দিনগুলি খোদাতায়ালার রোজা রাখার দিন (রূপক অর্থে শাস্তিদানে বিরত থাকার দিন।—অনুবাদক)। এ সকল দিনের সমাদর ও সৎব্যবহার কর। তাঁহার রোজা খোলার পূর্বাহ্নেই তাঁহার সহিত সুলাহ্ (শান্তি সম্পর্কস্থাপন) করিয়া লও এবং নিজের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন কর।"

(মলফুজাত, ৪র্থ খণ্ড, ১৯—পৃঃ ৩৬১—৩৬২)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খোৎবা

হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(৯ই এপ্রিল, ১৯২৬ ইং কাদিয়ানে প্রদত্ত)

রমজানুল মুবারকের শেষ দশ দিন এবং লাইলাতুল কদর অন্বেষণ

লাইলাতুল কদরের দ্বারা খোদাতায়ালা মোমেনদিগকে যে সবক দিয়াছেন তাহা হইল উহা লাভ করিবার প্রচেষ্টা ও সাধনা করা।

নিজেদের জীবনের শেষকালের জন্য এরূপ আয়োজন ও উপকরণ সৃষ্টি কর যাহাতে লাইলাতুল কদরের কল্যাণ ও ফয়েজ তোমাদের হাসিল হইতে পারে।

তাশাহুদ, তায়াউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (রাঃ) বলেন :

রমজানের শেষ দশক সম্পর্কে হযরত রসুল আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন যে, উহার মধ্যে এমন একটি রজনী আছে যাহার মধ্যে আল্লাহতায়ালা তাঁহার বান্দাদিগের দোওয়া বিশেষভাবে কবুল করেন। ঐ রজনীতে তাঁহার বান্দাগণ যাহাই প্রার্থনা করে, তাহাই তিনি দান করেন, যাহাই কামনা করেন তাহাই পূর্ণ করেন। তিনি (সাঃ) ইহার সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন, রমজানের শেষ দশকে ইহা তালাশ কর। আমি পূর্বেও যেরূপ কয়েকবার বলিয়াছি, যদিও শেষ দশকের মধ্যেই সেই রাত্রির আগমন জরুরী নয়, কিন্তু রসুল আকরাম (সাঃ আঃ)-এর পবিত্র বাণী হইতে ইহাই জানা যায় এবং পর্ববর্তী পবিত্র মহাপুরুষ এবং ওলিয়াল্লাহগণের অভিজ্ঞান হইতেও ইহাই প্রতিভাত হয় যে, উক্ত রাত্রি সাধারণতঃ রমজানের শেষ দশকের মধ্যে আসিয়া থাকে।

এই রাত্রির বরকতসমূহ বহু অলিআল্লাহ নিজেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং স্বীয় রুহানী দৃষ্টির দ্বারা সেই সকল জ্যোতি আকাশ হইতে অবতরণ করিতে অবলোকন করিয়াছেন, যে সকল জ্যোতি এক মূহুর্তের মধ্যেই তমাসাচ্ছন্ন দিনকে জ্যোতির্ময় করিয়া তোলে এবং ভারাক্রান্ত দুর্ভাবনাগ্রস্থ ব্যক্তিকে সমগ্র জগতের সর্বাপেক্ষা প্রফুল্ল ব্যক্তিতে পরিণত করে। ইহা তো এক মিনিটের জন্যও ধারণা করা যাইতে পারে না যে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে এই যে রমজানের শেষ দশ দিনে কোন একটি রাত্রিতে যে পবিত্র মুহুর্তটির আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, তখন কোন ব্যক্তি যাহা কিছুই প্রর্থনা করুক না কেন তাহাই সে লাভ করিয়া থাকে। কেননা, যদি ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তো ধর্মের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার বিলুপ্ত ঘটে এবং লাইলাতুল কদর সেই "দোওয়া-

-এ-গঞ্জুল-আরশ"-এর ন্যায় হইয়া পড়ে, যে তথাকথিত দোওয়াটির সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকের মধ্যে এই ধারণা ছড়াইয়া আছে যে, উহা এমন এক দোওয়া যদ্বারা মানুষ যাহা ইচ্ছা তাহাই লাভ করিতে সক্ষম হয় এবং প্রত্যেক প্রকারের দুঃখ-কষ্ট হইতে বাঁচিতে পারে। তদোপরি ঐরূপ দোওয়াটির সন্ধানও কোন এক চোরের মাধ্যমে সংঘটিত হইয়াছে, কোন অলিআল্লাহ এবং বুজুর্গের মাধ্যমে নয়। বলা হয় যে, এক চোর ছিল, যে কয়েক ব্যক্তিকেই খুন করিয়াছিল। বাদশাহ তাহাকে হত্যার দণ্ডাদেশ দান করেন। কিন্তু জল্লাদ তাহাকে হত্যা করিতে গিয়া যখন তাহার ঘাড়ে তরবারির আঘাত হানে, তখন বিন্দুমাত্রও তাহার কষ্ট বা কোন ক্ষতি সাধিত হয় না এবং এতটুকুও তাহার ঘাড় কাটা যায় না। ইহাতে বাদশাহর নিকট সংবাদ দেওয়া হয় যে, তরবারী তাহার ঘাড় কর্তনে অক্ষম। বাদশাহ বলিলেন, 'যদি তাহার ঘাড় এমনই হইয়া থাকে যে তলওয়ারের দ্বারা কাটা যায় না, তাহা হইলে তাহাকে ফাঁসি দাও।' কিন্তু যখন ফাঁসিতে তাহাকে ঝুলান হইল, তখন উহাও তাহার উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। ইহার সংবাদ বাদশাহকে জানান হইলে সে আদেশ দিল যে, তবে তাহাকে আগুনে নিক্ষেপ কর। কিন্তু আগুনও তাহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিল না। তারপর বলা হইল, তাহাকে উঁচু পাহাড় হইতে নীচে নিক্ষেপ করা হউক। কিন্তু পাহাড়ের উপর হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সে এমনভাবে গড়াইয়া নীচে আসিয়া পড়িল যেন সে খেলা করিতেছে। তারপর বলা হইল, তাহাকে ভারী পাথরের সহিত বাঁধিয়া পানিতে ফেলিয়া দাও। কিন্তু যখন তাহাকে পানিতেও ফেলা হইল, তখন সে পানির উপর এমনভাবে সাঁতার দিতে লাগিল যেমন কোন সাঁতারু সাতার কাটে। পরিশেষে বাদশাহ তাহাকে ডাকিয়া নিয়া বলিল, আমরা তো তোমাকে চোর মনে করিয়া শাস্তি দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু আসলে তুমি তো বিরাট এক বুজুর্গ এবং কেরামত সম্পন্ন ব্যক্তি। সে বলিল, 'আমি তো চোরই বটে, কিন্তু ব্যাপার এই যে, আমি এমন একটি দোওয়া জানি যাহা একবার পড়িলেই বিগত সকল নবী-রসুলের নেকীর সমান সওয়াব হাসিল হয়। তেমনিভাবে যত গোনাহই কেহ করুক না কেন, উহা একবার মাত্র পাঠ করিলেই সব মোচন হইয়া যায় এবং কোন কিছুই ক্ষতি সাধন করিতে পারে না। আমি সেই দোওয়া পড়িয়া থাকি।

অতএব, নির্বোধ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই দোওয়া আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। যদি লাইলাতুল কদরও তেমনি কিছু হইয়া থাকে, যেমন কেহ ডাকাতি করুক, চুরি করুক, খুন করুক, নবীদিগকে গালমন্দ দিক, শরীয়তের কোন হুকুমও পালন না করুক, তথাপি সেই রাত্রিতে যদি সে দোওয়া করে, তাহা হইলে সকল নবী-রসুলের দোওয়া সমূহ রদ হইলেও তাহার দোওয়া রদ হইবে না। এরূপ হইলে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কাহারও আর নেক আমল করার কোনোই প্রয়োজন নাই। যেমন, কোন ব্যক্তি সেই রাত্রিতে যদি এই দোওয়া চায় যে,

আমি যা'হা ইচ্ছা তাহাই করি কিন্তু আমি যেন লাভ করি জান্নাতের সর্বোচ্চ মোকাম ও মর্যাদা—আর এই দোওয়া কবুল হওয়া অবধারিত—তাহা হইলে সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক না কেন সে জান্নাতেই যাইবে। কিন্তু এই ধরণের কথা ইসলামের শিক্ষা এবং উহার মগজ বা নীতি ও সারবস্তুর সম্পূর্ণ পরিপন্থি। সুতরাং রসুল আকরাম (সাঃ) যে বলিয়াছেন, সেই রাত্রিতে এক বিশেষ মূহুর্ত আসে যখন সকল প্রকার বরকত ও কল্যাণ অবতীর্ণ হয় এবং বিশেষতঃ শুক্রবারের রাত্রির সহিত ইহার গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে—ইহার এই অর্থ নয় যে, সেই শুভ মূহুর্তে যে কোন দোওয়াই করা যায় তাহা খোদাতায়ালাকে অবশ্যই কবুল করিতে হয় এবং তিনি তাহা রদ করিতে পারেন না। বরং এতদ্বিষয়ে কিছু সীমারেখা টানিতে হইবে, যাহার আওতার মধ্যেই সেই সময়ের দোওয়া কবুল হইতে পারে। এখন, ইহা দেখা উচিত যে, সেই সকল সীমারেখা কি। তাহা প্রকৃতপক্ষে শেফায়াত সম্পর্কিত সীমারেখাই, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি শুধু এমন কোন জিনিসই চাইতে পারে যাহা খোদাতায়ালার কানুন বা বিধান অনুযায়ী তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু কিছু সাময়িক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যাহা কুদরত বা ঐশী-ক্ষমতার অনুঃসৃত সম্ভাব্যতার সহিত সম্পর্ক রাখে না, অথবা সেই ব্যক্তির দর্জা বা যোগ্যতার সহিত সম্পর্ক রাখে না—এইরূপ দোওয়া সেই মূহুর্তে চাইলে সে তাহা লাভ করিবে। অন্যথায়, যদি উহার অর্থ এই হয় যে, কেহ যাহা খুশী তাহাই করুক না কেন, সে যে দোওয়াই করুক না কেন, তাহা কবুল হইতে হইবে, তাহা হলে এমনও হইতে পারে যে, এক ব্যক্তি রমজানের প্রথম বিশ দিন রোজা রাখিল না, নামাজ পড়িল না এবং অন্য কোন নেকীর কাজও করিল না কিন্তু যখনই রমজানের শেষ দশক শুরু হইল তখন সে মগরিবের নামাজ হইতে ভোর পর্যন্ত দোওয়া করিতে থাকিল। তারপর দিনের বেলায় ঘুমাইল—জোহরের নামাজও পড়িল না এবং আসরেরও পড়িল না আবার রাত্রিকালে এই দোওয়া চাইতে শুরু করিল যে, আমি যাহা করিতে থাকি না কেন, আমার যেন জবাবদিহি না করিতে হয় এবং আমাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মোকামে যেন রাখা হয়। এই অর্থ কখনও হইতে পারে না সেই সকল হাদিসের, যাহা লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। সেই দোওয়াই কবুল হয় যাহা খোদাতায়ালার বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনের অধীনে কবুল হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু সাময়িক প্রতিবন্ধকতার কারণে কবুল হইতে পারিতেছে না। এবং ইহা সত্য যে, নবীগণের এই প্রকারের দোওয়া কখনও রদ হয় না তাঁহাদের শুধু সেই সকল দোওয়াই মঞ্জুর করা হয় না, যাহা খোদাতায়ালার কানুন বা খাস তকদীরের মোকাবিলায় আসিয়া পড়ে এবং সে বিষয়ে নবীগণেরও জানা থাকে না। অন্যথায়, যে সকল দোওয়া এই প্রকারের হয় না, তাহা কবুল হইয়া যায় এবং কখনও রদ হয় না। এই কারণেই অনেক সময় নবীগণের মুখ-নিঃসৃত বাক্য এমন পরিষ্কাররূপে

পূর্ণ ও বাস্তবায়িত হয় যে, মানুষ ভুলবশতঃ মনে করে যে, তাঁহারাও প্রকৃতিক বিধানের উপর অধিকার বা কর্তৃত্ব রাখেন। কিন্তু সেই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী যাহা বিশেষ কুদরত সমূহের অধীনে সংঘটিত হইয়া থাকে এবং যাহাদের সম্পর্কে খোদাতায়ালার কানুন অন্য রঙে জারী হয় উহাদের সম্পর্কে শুধু ইহাই নয় যে নবীগণের মুখনিঃসৃত দোওয়া কবুল হয় না, বরং বহু মাস ও বহু বৎসর ব্যাপী দোওয়া করিতে থাকিলেও, গৃহীত হয় না।

প্রকৃত কথা এই যে খোদাতায়ালা নবীগণ এবং তাঁহার নৈকট্যপ্রাপ্ত প্রিয়জনের দোওয়া তাঁহাদের প্রেম ও ভালবাসার জন্য শুনেন কিন্তু প্রেম ও ভালবাসার জন্য তিনি তাঁহার খোদায়ী ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতে পারেন না। সেই জন্যই ঐ সকল দোওয়া যাহা তাঁহার কানুনে-কুদরত অথবা খাস তকদীরের পরিপন্থি হয় তাহা কবুল করেন না।

রমজানুল মোবারকে শেষ দশকও কতক বাঁধন ও সীমা নির্ধারণের অধীনেই আসিয়া থাকে। এবং যখন এ কথাটি স্বীকৃত হইবে, তখন ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে লাইলাতুল কদরে আগমনকারী বিশেষ মুহূর্তটিতে সে ব্যক্তিই উপকৃত হইতে পারিবে, যে তাহার আমল ও কর্তব্য কর্মের দিক দিয়া উহার উপযুক্ত হইবে। অতঃপর সীমা নির্ধারণের ফলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, লাইলাতুল কদর প্রত্যেক মানুষের জন্য নয়। বরং উহা সেই ব্যক্তির জন্যই হইয়া থাকে যে স্বয়ং নিজের জন্য উহা সৃষ্টি বা সঞ্চয় করে। এমন নয় যে, উক্ত দশকের মধ্যে সেই বিশেষ মুহূর্তটি এজন্য রাখা হইয়াছে যে, মানুষ যাহা ইচ্ছা তাহার খুশীমত তদ্দ্বারা ফায়দা লাভ করে। বরং প্রকৃত বিষয় এই যে, যাহারা নিজেদের আমলের দিক দিয়া উহার উপযুক্ত হয় তাহাদের জন্যই উহা সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং এই কথাটি উত্তমরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে লাইলাতুল কদর সেই রাত্রিতে সৃষ্টি করা হয় যাহার দিকে উহা আরোপিত হয়, বরং পূর্ববর্তী বৎসর এবং পূর্ববর্তী মাসসমূহ উহার উদ্ভাবন করে। যে ব্যক্তির পূর্ববর্তী আমল উত্তম হইবে, তাহার জন্যই লাইলাতুল কদর নির্ধারিত হইবে।

এতদ্দ্বারা জানা গেল যে, লাইলাতুল কদর এই ইঙ্গিত বহন করে যে, যে ব্যক্তির জীবনের প্রথমকাল নেকী ও সৎকর্মে অতিবাহিত হয়—যেমন, রমজানের প্রথম অংশে যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার এবাদত করে—তাহার জন্য তাহার জীবনের শেষকালে এরূপ এক সময় উপস্থিত হয় যখন খোদাতায়ালা তাহার জন্য কৃপা ও ফজল নাজেল করার বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করেন। লাইলাতুল কদরের মাধ্যমে এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে যে, যদি মানুষ তাহার জীবনের প্রথমকাল খোদাতায়ালার সন্তোষ লাভের পথে অতিবাহিত করে, তাহা হইলে তাহার জীবনের পরবর্তী কাল ও অন্তিম মুহূর্তসমূহ তাহার দ্বারা খোদাতায়ালা স্বয়ং তাঁহার সন্তোষ লাভের পথে অতিবাহিত করাইবেন। যদি কোন ব্যক্তি তাহার সক্ষমতার সময়ে

খোদাতায়ালার সন্তোষলাভের চেষ্টা করে তাহা হইলে যখন বার্ধক্য বশতঃ এবং দুর্বলতার কারণে সে খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে দৈহিক এবং আর্থিক কুরবানী করিতে পারিবে না, তখন খোদাতায়ালা স্বয়ং তাহার দ্বারা তাহা করাইয়া লইবেন।

সুতরাং রমজানুল মোবারকের শেষ দশ দিনে যে লাইলাতুল কদর আগমনের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে মানুষের পরিণামের দিকেই ইঙ্গিত বহন করে। যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগতভাবে খোদাতায়ালার দ্বীনের খেদমত করিয়া থাকে, তাঁহার সন্তুষ্টি লাভে প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে, তাহা হইলে যখন তাহার উপর এমন সময় আসিবে যখন সে তাহার শক্তিহীনতা ও অক্ষমতার জন্য দ্বীনের খেদমত পালনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না তখন খোদাতায়ালা বিশেষভাবে তাহার সাহায্য করিবেন এবং তাহার কথায় সেই প্রভাব সৃষ্টি করিয়া দিবেন যাহা অন্যদের **কর্মে সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে না।** কেননা, তাহার সারা জীবন সে খোদাতায়ালার সন্তোষ অর্জনে অতিবাহিত করিয়াছে, এবং অন্যান্যগণ এখনও পরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিতেছে। কিছুই জানা নাই তাহাদের পরিণাম কি হইবে। সুতরাং লাইলাতুল কদর এদিকে ইঙ্গিত করে যে, এক ব্যক্তি যে তাহার সমগ্র জীবন খোদাতায়ালার সন্তোষ এবং দ্বীনের খেদমতে অতিবাহিত করিয়াছে সে যখন দুর্বল হইয়া যাওয়ার কারণে জেহাদে যাইতে পারিবে না অথবা মালী বা আর্থিক কুরবানী করিতে পরিবে না, তখন তাহার অন্তরে যে সকল নেক এরাদা এবং সদইচ্ছার উদয় হইবে, সেগুলির জন্যই তাহাকে ততটুকু সওয়াব প্রদান করা হইবে, যতটুকু যুবকগণও তাহাদের কর্মের জন্য লাভ করিতে পারিবে না। কেননা তাহাদের জীবনের এখনও প্রারম্ভ ও যাত্রা মাত্র, এবং সে তাহার জীবন এবং সকল শক্তি ব্যয় করিয়া চরম সীমানায় পৌঁছিয়াছে।

সুতরাং লাইলাতুল কদর পয়দা করা হয় এবং খোদাতায়ালার পথে কর্তব্য পরায়নগণের পরিণামের কল্যাণের দিকে ইহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু অপর দিকে এতদ্বারা ইহাও জানা যায় যে, যদি কাহারও পরিণাম শুভ ও কল্যাণকর রূপে নিরূপিত না হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, তাহার পূর্বকালও শুভ ও কল্যাণজনক ছিল না এবং তাহার পূর্ববর্তী খেদমত সমূহ নেক নিয়ত ও এখলাস এবং নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

সুতরাং লাইলাতুল কদরের দ্বারা এই সবক ও শিক্ষা লাভ হয়ঃ প্রথম, যে ব্যক্তি এখলাস ও আন্তরিকতা এবং নেক নিয়তের সহিত জীবনে প্রথম হইতেই কাজ করিয়া যাইবে তাহার পরিণামও শুভ ও মঙ্গলজনক হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন ব্যক্তির জন্য লাইলাতুল কদরের অবস্থার সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে বুঝা গেল যে, যদিও তাহার পূর্ববর্তীকাল বাহ্যতঃ ও দৃশ্যতঃ ভাল বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়াছিল এবং তাহাকে সৎ কাজ করিতে দেখা যাইতেছিল, তথাপি সেগুলির মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি ছিল যে ত্রুটির জন্য তাহার খেদমত সমূহ কবুল হয় নাই এবং আল্লাহতায়ালা তাহার আমলের ক্রমধারাকে অব্যহত থাকিতে দেন নাই।

উল্লেখিত দুইটি সবক অনুযায়ী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের উচিত, শুধু রমজানেই নয়, বরং পরবর্তীকালেও লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা এবং নিজেদের জীবনের শেষ দশকের জন্য এমন পাথেয় ও উপকরণ সঞ্চয় করা, যাহাতে তাঁহারা লাইলাতুল কদরের কল্যাণ ও ফযেজ হাসিল করিতে পারেন। এমন যেন না হয় যে, তাঁহারা নিজেদের জীবনের প্রথমাংশে তো কাজ করিলেন কিন্তু পরিণামলগ্ন যখন তাহাদের কর্মশক্তির বিলোপ ঘটে, তখন খোদাতায়ালার তরফ হইতে সাহায্য হাসিল না হয় যে সাহায্য তিনি তাঁহার প্রিয় বান্দাগণকে দিয়া থাকেন এবং যাহা তাঁহার পক্ষ হইতে পেনশন বা ভাতা স্বরূপ। তাঁহারা পাইয়া থাকেন। সেই সময়ও যেন তিনি তাঁহার বিশেষ ফজল ও কৃপা নাযেল করেন এবং তাঁহার বরকাত ও কল্যাণরাজীর ওয়ারিশ করেন।

এই সেই সবক যাহা খোদাতায়ালা লাইলাতুল কদরের দ্বারা মুমিনদিগকে দান করেন এবং তাহা হাসিল করিবার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে তওফিক দিন যেন আমরা রমজানের লাইলাতুল কদরের দ্বারাও ফায়দা লাভ করিতে পারি এবং মানবজীবনের যে লাইলাতুল কদর হইয়া থাকে তদ্দ্বারাও কল্যাণমণ্ডিত হইতে পারি। আমরা যেন খোদাতায়ালার ক্রোড়ে উপবিষ্ট থাকি এবং আমাদের শেষ পরিণাম যেন ঠিক সেইরূপ অনুষ্ঠিত হয় যেরূপ লাইলাতুল কদর সম্পর্কে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে। (আল-ফজল, ২৭শে আগষ্ট ১৯৭৮ ইং হইতে অনুদিত)

অনুবাদক : আহমদ সাদেক মাহমুদ

মাল ও এহসান কাহার ?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন :

"এই ধারণা করিবে না যে, মাল তোমাদের চেষ্টায় আসে, বরং খোদাতায়ালার তরফ হইতেই আসে। এবং ইহাও মনে করিবে না যে তোমরা মালের একাংশ দান করিয়া অথবা অন্য কোন রঙে কোন খেদমত পালন করিয়া খোদাতায়ালা এবং তাঁহার প্রেরিত বান্দার উপর কোনকিছু এহসান করিতেছ। বরং ইহা তাঁহার এহসান যে তিনি তোমাদিগকে খেদমতের জন্য আহ্বান জানান। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যদি তোমরা সকলেই আমাকে পরিত্যাগ কর এবং খেদমত ও সাহায্য হইতে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে তিনি অন্য এক জাতি সৃষ্টি করিয়া দিবেন, যাহারা তাঁহার খেদমত পালন করিবে।"

(তবলীগে রেসালত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩, আল-ফজল, ২৯শে আগষ্ট ১৯৭৮ইং হইতে অনুদিত)

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

ভুল সংশোধন

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ১৫ই আগষ্ট ৭৮ইং তারিখের সংখ্যার ১৩ পৃষ্ঠায় বয়াত গ্রহণের শিরোনামে ভারুয়া নিবাসী নতুন বয়াতকারী ভ্রাতার নাম মুদ্রণজনিত ত্রুটি বশতঃ মোহাম্মদ সাজু মিঞা ছাপা হইয়াছে। তাঁহার নাম হইল মোহাম্মদ মাজু মিঞা।

রমজান শেষে

—চৌধুরী আবদুল মতিন

১। আকাশ হইতে ফেরেস্তা আসিল রমজান পরিদর্শনে
ঈমান স্পন্দন আছে কি কোনও মুসলিম প্রাণ-অঙ্গনে।

২। অবাক হেরিয়া রোজার দশা ইফতার ভোজনালয়ে
উপবাস না কি ভোজন-ব্রত জিজ্ঞাসে না কেউ ভয়ে।

৩। বে-শুমার সোয়াব—প্রাণ ভরে খাও নিয়তের ইফতারী
কোরআন তালাওয়াত, তফসির শোন রেডিওতে সরকারী।

৪। তারাবী পড়াবেন হাফেজ সাহেব, রোজার ফজিলত তাতে
চলচ্চিত্রেও দেখিবে মক্কা-মদিনা শব-কদরের রাতে।

৫। দোওয়াতে আমাদের মনমুগ্ধ—সিল্কী টুপি, জামা
কে বলে তাহারা দুনিয়ার অন্ধ, আখেরাতের আ'মা!

৬। এহেন হাল অবলোকন করে ফেরেশতারা বলে, আহা!
এই রমজানে কোরআন নাজিল কোন মুসলমানের হাহা।

৭। কোরআনের ইঙ্গিত: রমজান-বিধি অতি সরল সোজা,
পীর সাহেবদের খাস মুরীদের সারা বৎসরের রোজা!

৮। আল্লাহ বলেন: রমজানে আমি দূরে নই—সন্নিকট,
পীর ভরসা মুরীদান বলে: আমরা নই সঙ্কট!

৯। হায়, হায়, হায় বে-খবর এই বে-শউর মুসলমান
দুনিয়ায় যাদের দখলে দাস বেহেস্ত গুলিস্তান।

১০। ফেরেশতা খোঁজে কি হল তাদের ঈমান-জ্যোতি কোথায়
নিশ্চয় ঈমান উড়ে গিয়েছে সুরাইয়া তারকায়।

১১। হাদিস দেখো সোলেমান ফারসির বংশধর কে আছে
মুসলমানের আশার বাণী পাইবে তাঁহার কাছে।

১২। ঐ শোন কার আগমন বার্তা ঘোষিছে আকাশ ঘিরে
চন্দ্র সূর্য সাক্ষ্য দিয়েছে দাঁড়িয়ে রমজান শিরে!

১৩। সারা দুনিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে মাহদীর অনুচর
মেহ স্মানী মসিহর পতাকা তলে বিশ্ব চরাচর।

১৪। বাহাত্তর দল গলে গলে মিলি করেছে এক নিশানা
তেহত্তরের সত্য মুস্লিম তাদেরও সঠিক জানা।

১৫। সেই মুসলমান চাঁদ দেখে করে আনন্দ-উল্লাস
শুকনো দিলের ঈদ মোবারক, নয় কি পরিহাস!!

নওজোয়ান !

—সরফরাজ আব্দুস সাত্তার

ওরে আহমদী বীর মুজাহিদ নওজোয়ানের দল,
আল্লাহর পথে ধন-প্রাণ যোগে অগ্রে তোরা চল।
ঈমানের আজ মহা পরীক্ষা শুরু হয়েছে ভাই,
মিথ্যার সাথে করতে হবে সত্যের লড়াই,
প্রাসিছে আজ দাজ্জালিয়াত, চতুর্দ্দিকে তোর,
তাইতো, মিথ্যা, জালিয়াতি ব্যাভিচারে দুনিয়া ভরপুর।
নানান ছলে নানান, কলে, নানান প্রলোভনে,
লুটিছে ঈমান দজ্জালরূপী কমবক্ত শয়তানে।
হরেক রকম ছল-বলায় পাড়িয়াছে ঘুম,
সেগে গেছে শয়তানের আজ আনন্দের-ই ধুম।
ধ্বংস করি দাজ্জালিয়াত ওরে মুজাহিদ,
আনতে হবে ধরার বুকে ইসলামেরই ঈদ।
পণ করেছ দীক্ষা পত্রে নাই কি তোমার মনে,
ধন দৌলত জীবন দিয়ে কায়েম রবে দ্বীনে।
শীঘ্র চল ডাকছে আজি খলিফা আল্লার,
হেন সুযোগ কখনও ভাই পাবেনা কেউ আর।
অলসতার নয়রে সময় জলদী তোরা আয়,
মমিন কমিন পৃথক হবে ঈমানের পাল্লায়।
অবিশ্বাসী কে বা কারা, কে কারে বা কয়,
'আমলে ছালেহ' দিবে তার সত্য পরিচয়।
ঈমানের জোশ বক্ষে বয়ে দ্রুত চল আজ,
পিছে এসে কেহ যেন না দেয় তোমায় লাজ।
বাধা-বিপদ আসুক যত সম্মুখেতে তোর,
ঈমানেরই তপ্ত তেজে পাহাড় হবে চুর।
রেখে গেছে স্বাক্ষর হের, আরব মরুর তটে,
তাই তো আজি তাঁদের পদে রাজার মুকুট লুটে।
তাঁদের পদ-চিহ্ন ধরে দ্রুত চল বীর,
সেদিন দূরে নয়, সে তোমার পদতলে করবে ভীড়।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল: হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩২)

পবিত্র কুরআন সম্পর্কিত ভ্রান্তধারণার অপনোদন:

ঐশী গ্রন্থাবলী সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কালক্রমে নানা প্রকার অদ্ভুত ধ্যানধারণা প্রবেশ লাভ করেছে। পবিত্র কোরআন সম্পর্কে তাদের কতিপয় ধ্যানধারণা সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক। যেমন কোন কোন মুসলমান এরূপ ধারনাও পোষণ করে যে, পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ পাতাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ আবার মনে করে যে এমন যে কুরআন রয়েছে তা পুরাপুরি মানুষের হস্তক্ষেপ শূন্য নয়। অপর এমন অনেকেই আছে যারা এই সব ধারণাকে 'কুফরী" বলে তো ঠিকই আখ্যা দেয়, কিন্তু তারা আবার এমন সব ধারণা পোষণ করে থাকে যেগুলি অনুরূপভাবেই মারাত্মক শ্রেণীভুক্ত। যেমন তারা বলে যে এই পবিত্র গ্রন্থের কোন কোন অংশ 'মনসুখ' বা রহিত হয়ে গিয়েছে। এই মনসুখ-তত্ত্ব (Theory of Abrogation) সাধারণতঃ সেই সকল আয়াতের জন্য প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যে গুলোর সংগে অন্যান্য আয়াতের গরমিল রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এরূপ পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াতের সংখ্যা বেশ কিছু হবে বলে অনেকে মনে করে থাকে। কেউ কেউ আবার পবিত্র কুরআনের মূল টেক্সটের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধেও মৌল প্রশ্ন উত্থাপন করতেও কার্পণ্য করে নাই। যদি রহিত বা বাতিলযোগ্য তথা "মনসুখ" আয়াতগুলো কুরআনেরই অংশ হয়ে থাকে—এবং আমরা জানিনা কোন কোন আয়াত এরূপ—তাহ'লে সেই টেক্সট ততটা নির্ভরযোগ্য না হওয়াই স্বাভাবিক। এমন কথাও বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, সকল ঐশীবাণী বা অহী-ইলহামের মধ্যে শয়তানের হস্তক্ষেপ হতে পারে এবং কুরআনের অন্তর্স্থিত অহী এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম নয়। এই তত্ত্বটির আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন কতিপয় তফসির-কারক তাদের স্বকপোলকল্পিত কাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে। কাহিনীটি এরূপ: কথিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পবিত্র কুরআনের সূরা 'নজম' আবৃত্তি করছিলেন। যেইমাত্র তিনি ২০ এবং ২১ নম্বর আয়াত

افرءيتم اللات و العزى و مناة الثالثة الاخرى

অর্থাৎ "আফারাইতুমুল লাতা ওয়াল উজ্জা, ওয়াল মানতাসালেসাতাল উখরা।" আবৃত্তি করছিলেন সেই সময় শয়তান নিম্নোক্ত কথাগুলো প্রক্ষেপ করেছিল,

"তিলকাল গারানিকুল উলা ওয়া ইন্না শাফায়াতহুন্না লাতুরতাজা।"

[উপরোক্ত সূরায় প্রসঙ্গক্রমে মক্কাবাসীদের প্রিয় দেবদেবী লাত, মানাত, উজ্জা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। শয়তানী হস্তক্ষেপে দেবদেবীর শাফায়াত করার ক্ষমতার প্রশংসা করা হয়েছে প্রক্ষিপ্ত কথাগুলোর মাধ্যমে।]

ফলতঃ শ্রোতাগণ এই প্রক্ষিপ্ত কথা গুলোকেও ঐশীবাণীর অংশ রূপে মনে করেছেন। শ্রোতাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী ছিল তারা তাদের উপাস্য দেবীদের এরূপ অনাকাঙ্খিত প্রশংসা শ্রবণ করে বিশ্বাসীদের সঙ্গে সিজদায় প্রণত হয়েছিল। ইত্যবসরে হযরত রসুল (সাঃ) তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করলেন যে শয়তান তাঁকে ধোকা দিয়েছে।

এই ঘটনা সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকারকের স্বীকৃতির ফলে এখন ইহা মুসলমানদের সাধারণ বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। এমন কি কেউ কেউ এমন একথাও বলেন যে, আলোচ্য প্রক্ষিপ্ত কথাগুলো শয়তান কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কণ্ঠস্বরের অনুকরণে উচ্চারিত হয়েছে এবং তার ফলে এই শব্দ গুলো মূল টেক্সটের অংশরূপে ভুক্ত করা হয়েছে। এ কথা ঠিক যে, আল্লাহতা'লা উক্ত শয়তানী প্রক্ষেপন পরবর্তীকালে বিদূরিত করেছেন বলে মনে করা হয়ে থাকে এবং এইভাবে উহার কুপ্রভাবও দূরীভূত হয়েছে যে কথা সুরা হজ্জের ৫৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কত নির্বোধিতাপূর্ণ এবং দুঃখজনক এই তত্ত্বটি এবং এর সমর্থনে প্রদত্ত কেচ্ছা-কাহিনীটি! সেই মহা-পবিত্র কুরআনি টেক্সট যার মৌলিকতা সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে বিস্ময় প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে—তা যেন আর ততটা পবিত্রতার অধিকারী নয়।

কোন কোন মুসলমানদের মধ্যে পবিত্র কুরআন এবং হাদিসের আপেক্ষিক বিধিবদ্ধ ক্ষমতার প্রশ্নও সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক প্রকার অদ্ভুত কৌশলের মাধ্যমে দুর্বল এবং মিথ্যা হাদিসগুলিকেও পবিত্র কুরআনের উপরে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। তারা কুরআনের সুস্পষ্ট সমর্থন বা সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে খেয়াল রাখে না, কিন্তু হাদীসে উল্লিখিত একটা দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্যের দিকেই অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে।

কেউ কেউ মনে করে যে, পবিত্র কুরআন মূলতঃ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এরই মুখ-নিঃসৃত বাণী ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাদের মতে কথাগুলো হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর দ্বারা রূপায়িত—যদিও অন্তর্নিহিত ধারণা গুলো স্বয়ং খোদাতা'লা কর্তৃক প্রদত্ত।

আবার কিছু কিছু লোক পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করারও বিরোধিতা করেন।

আবার কেউ কেউ মনে করে যে, পবিত্র কুরআন মৌল-নীতির জন্য খুবই ভাল কিন্তু বিশ্বাস এবং ব্যবহারিক জীবনের বিস্তারিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাদের মতে শেষোক্ত বিষয়টির জন্য (অর্থাৎ বিস্তারিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে) পবিত্র কুরআন উহার আবির্ভাব যুগে উপযুক্ত ছিল, কিন্তু সর্বকালের জন্য অনুপযুক্ত।

পবিত্র কুরআনে যে শাশ্বত বর্ণনাধারা বা শব্দাবলী ও আয়াতসমূহের বর্ণনা-ক্রম রয়েছে সেদিকে ততটা গুরুত্ব দিতে চান না অনেকেই।

কেউ কেউ আবার ইস্রায়েল জাতি সম্পর্কিত কাহিনী গুলোর প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং নবী-রসুল ও বুজর্গ ব্যক্তিদের সম্পর্কে অদ্ভুত গল্প-কাহিনীতে বিশ্বাস রাখে—যদিও এই সকল বিষয় পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষা এবং সাধারণ জ্ঞানেরও পরিপন্থী।

অনেকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিষয়-বস্তুর যুক্তি-সম্মত পারম্পর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করে না, বিভিন্ন আয়াতের পারম্পর্য এবং বিন্যাস-ধারা, বিভিন্ন সূরার বিন্যাস-ধারা ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করে না। তারা পবিত্র কুরআনকে সঙ্গতিহীন এবং সামঞ্জস্যহীন অধ্যায় বা বিষয়াবলী পূর্ণ এক প্রকার পুস্তক বা বক্তৃতার সংকলন মনে করে থাকে—অন্তর্নিহিত যুক্তিপূর্ণ বিন্যাস-ধারা এবং পারম্পর্যের প্রয়োজনীয়তার দিকে তারা যথার্থ দৃষ্টি দিতে জানেনা। মুসলমানদের মধ্যে আর একটা বহুল প্রচারিত ধারণা এই যে কোন কারণে খোদাতায়ালা মানুষের সঙ্গে এখন আর কথা বলেন না। তাদের মতে খোদা অতীতে কথা বলতেন, কিন্তু আর কথা বলেন না—অর্থাৎ তিনি এখন নির্বাক হয়ে গেছেন।

এই সকল ভ্রান্ত ধারণা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসের সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে দেখা দিয়েছে ব্যাপক উদাসীনতা এবং প্রেম ভালবাসার দৈন্য—অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের ঐশী উৎসের প্রতি সত্যিকার প্রেম ও ভালবাসার দৈন্য এবং এই মহাগ্রন্থ যাকিছু শিক্ষা দিয়াছে এবং কর্তব্য কর্মের নির্দেশ দিয়াছে সেগুলির প্রতি চরম ঔদাসীন্য। হযরত মীর্যা সাহেব এই সকল বিভ্রান্তি অত্যন্ত নিপুনতার সংগে দূরীভূত করেছেন। তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন হলো আল্লাহতায়ালার সর্বশেষ ঐশীবাণী—যে ঐশীবাণীর চিরস্থায়ীত্বের জন্য মহা প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তিনি বজ্রদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, কুরআন করীমের সামান্যতম অংশ বা একটি শব্দও 'মনসুখ' কিম্বা 'রহিত' হয়ে যেতে পারে না। পবিত্র কুরআনের সকল অনুশাসন, সকল শিক্ষা পূর্বে যেমন বলবৎ ছিল, এখনও তেমনি বলবৎ রয়েছে এবং সর্বকালেই তেমনি থাকবে। ইহার সকল শিক্ষাই অত্যন্ত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পারম্পর্যবিশিষ্ট। তিনি বলেন যে, যারা এর মধ্যে সামঞ্জস্যহীন কিছু আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে এবং উপায়ন্তর না দেখে কোন কোন আয়াত বা বাক্যকে রহিত বা 'মনসুখ' হয়েছে বলে বিশ্বাস করে—তারা মূলতঃ পবিত্র কুরআনের সত্যিকার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে নাই এবং সেজন্য নিজ অজ্ঞতা অথবা অক্ষমতাকে 'মনসুখ' হওয়ার অজুহাত দ্বারা ঢাকা দিতে চেষ্টা করে।

তিনি আরো শিক্ষা দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন নাযেল হওয়ার সময় থেকে এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত এবং অপরিবর্তিত রয়েছে—এর একটি বিন্দুও এদিক সেদিক হয় নাই। এই মহাগ্রন্থের কোন শব্দ অথবা কোন অর্থের সামান্যতম পরিবর্তনও হয় নাই। কারণ আল্লাহতায়ালা স্বয়ং ইহার জন্য স্বাভাবিক এবং অতি প্রাকৃতিক সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করেছেন আর এই বৈশিষ্ট্য উহার পূর্ণতার সুস্পষ্ট পরিচায়ক এবং অংশ বিশেষ। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত ঐশীবাণী এবং অন্যান্য সকল প্রকার সত্য ঐশীবাণী শয়তানের হস্তক্ষেপ হতে সংরক্ষিত রয়েছে। সুরা নজমের সংগে সম্পর্কিত প্রচারিত ঘটনাটি মূলতঃ বানোয়াট নির্জলা মিথ্যা গল্প ছাড়া কিছুই নয়। এইভাবে পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে সকল ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের খণ্ডন করেছেন হযরত ইমাম মাহদী ও মসিহ মওউদ (আঃ) তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে, বক্তৃতা এবং আলোচনার মাধ্যমে এবং তাঁর এই শিক্ষা সমূহকে সম্প্রচারের জন্যও যথাযথ ব্যবস্থাবলম্বন করেছেন। (ক্রমশঃ)

('দাওয়াতুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation'-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ) মহাম্মদ খলিলুর রহমান

কায়রো বিতর্ক ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

(পূর্ব প্রকাশের পর)

—হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রাঃ)

যীশুর ঈশ্বরত্বের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য আমি এখানে আমার বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করতে চাই। আমার যুক্তিসমূহকে রদ করার জন্য সমগ্র খৃষ্টান জগতকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। ডঃ ফিলিপস্ অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেন নাই।

(ক) সুসমাচারগুলি যীশুকে যে মর্যাদা দান করছে তা কোনো অংশেই একজন নবী বা পয়গম্বরের চেয়ে বেশী নয়। কোনো নবীকে তো খোদার পাশে খোদা হিসাবে বসানো যায় না। আমাদের এ দাবীর সমর্থন পাবেন নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোতে :

"আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে—একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে—এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ তাঁহাকে—যীশু খৃষ্টকে—জানিতে পায়।" (যোহন ১৭ : ৩)

"যে কেহ আমার নামে ইহার মত কোনো শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে কেহ আমাকে গ্রহণ করে সে আমাকে নয়, বরং যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাকেই গ্রহণ করে।" (মার্ক ৯ : ৩৭)

"তিনি উত্তর দিলেন, ইস্রায়েল-কুলের হারানো মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।" (মথি-১৫ : ২৪)

"তোমরা যদি আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থান করিবে, যেমন আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি, এবং তাহার প্রেমে অবস্থান করিতেছি।" (যোহান-১৫ : ১০)

"কিন্তু এখন তোমরা আমাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিতেছ, আমি ঈশ্বরের নিকট যাহা শুনিয়াছি সেই সত্য তোমাদের কাছে বলিয়াছি। আব্রাহাম এই রকম করেন নাই।" (যোহান-১০ : ৪০)

"যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে, সে আমাকে গ্রহণ করে, আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে তাঁহাকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" (মথি-৮ : ৪০)

অতএব, ইহাই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত সত্য যে মসীহ ছিলেন একজন নবী মাত্র, স্বয়ং খোদা তিনি ছিলেন না।

(খ) খোদাকে তাঁর গুণাবলীর দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়। ধরা যাক, যীশু ঐশী-গুণাবলির অধিকারী এবং তাঁকে ঈশ্বর হিসেবে মেনে নিয়ে আপনারা ঠিকই করছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য যদি এর উল্টো হয়, অর্থাৎ যদি ঐশীগুণ সম্পন্ন না হন, তা হলে তাঁর ঈশ্বরত্বের যে দাবী অপনারা করেন, তা অলীক বলে এবং সত্যের বিরোধী বলে প্রমাণিত হবে।

এখন খোদার গুণাবলী ও কার্যাবলীর সঙ্গে যীশুর গুণাবলী ও কার্যাবলীর একটা তুলনা এখানে করা যাক :—

(১) প্রার্থনা খোদাতায়ালা করেন না ; করে মানুষ, মানুষই করে আত্মসমর্পন, আত্ম নিবেদন । খোদার কাজ হলো মানুষের প্রার্থনা কবুল করা। তাই লেখা আছে :

"সদাপ্রভু দুষ্টদের হইতে দূরে থাকেন, কিন্তু তিনি ধার্মিকদের প্রার্থনা শোনেন।"
(হিত-১৫ : ২৯)

"তিনি কোনো না কোনো নির্জন স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিতেন।" (লুক-৫ : ১৬)

"পরে তিনি মর্মান্তিক দুঃখে কাতর হইয়া আরও একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা করিলেন।"
(লুক ২২ : ৪৪)

"তখন যীশু তাহাদের সহিত গেৎশিমান নামক এক স্থানে, আর আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি যতক্ষণ ওখানে গিয়া প্রার্থনা করি, ততক্ষণ তোমরা এখানে বসিয়া থাক।"
(মথি ২৬ : ৩৬)

"মাংসে প্রবাস কালে যীশু প্রবল আর্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা ও বিনতি উৎসর্গ করিয়াছিলেন যিনি মৃত্যু হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ, এবং আপন ভক্তিপ্রযুক্ত ভীতির জন্য উত্তর পাইলেন।" (ইব্রীয়—৫ : ৭)

মসিহ যদি স্বয়ং সদাপ্রভু হতেন তবে তিনি প্রার্থনা করলেন কার কাছে। কার কাছে তিনি এত বিনতীভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ? উল্লিখিত শ্লোকগুলির প্রত্যেকটিতে যীশুর ঈশ্বরত্ব খণ্ডন করা আছে।

(২) খোদা সর্বশক্তিমান,—"এবং আমি তোমাদের পিতা হইব, এবং তোমরা আমার পুত্র কন্যা হইবে, ইহা সর্বশক্তিমান প্রভু কহেন।" (২ করি-৬ : ১৮)

সর্বশক্তিমান যীশু নয়, তিনি খোদা নন। নিম্নের শ্লোকগুলোতেও যীশুর সর্বশক্তিময়তা নাকচ করা আছে : "আমি আপনা হইতে কিছুই করিতে পারি না। যেমন শুনি তেমনি বিচার করি ; আর আমার বিচার ন্যায্য, কেননা আমি নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি না, কিন্তু আমার প্রেরণাকর্তার ইচ্ছা পুরণ করিতে চেষ্টা করি।" (যোহন ৫ : ৩০)

"তখন তিনি সে স্থানে আর কোন শক্তিশালী কাজ করিতে পারিলেন না। কেবল কয়েক জন রোগগ্রস্থ লোকের উপরে হস্তার্পন করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।" (মার্ক : ৬ : ৫)

"যীশুকে দেখিয়া হেরোদ অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কেননা তিনি তাঁহার বিষয় শুনিয়াছিলেন, এইজন্য অনেক দিন হইতে তাহাকে দেখিবার আশা করিতেছিলেন, এবং তাঁহার কৃত কোনো নিদর্শন দেখিবার আশাও করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু যীশু তাঁহাকে কোনো উত্তর দিলেন না।" (লুক ২৩ : ৮-৯)

(৩) আল্লাহতায়ালা দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ, কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। যমিন, আসমান ও সৃষ্ট সকল কিছু সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত (১ রাজা-৮ : ৩৯) কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত হলো যীশুর অবস্থা, এই ব্যাপারে সর্বজ্ঞ হওয়ার গুণে তো

যীশু গুণী নন। এ ব্যাপারে সুসমাচার গুলোর বিবরণও প্রকাশ্য :

"কিন্তু সেই দিনের সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানেন না ; স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না। পুত্রও জানেন না। কেবল পিতা জানেন।' (মার্ক ১৩ : ৩২)

"প্রাতঃকালে নগরে ফিরিয়া যাইবার সময়ে তিনি ক্ষুধিত হইলেন। পথের পার্শ্বে একটা ডুমুর গাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকটে গেলেন, এবং পত্র বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি গাছটিকে কহিলেন, আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক ; আর—

"সে পশ্চাৎ দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল, আর তৎক্ষনাৎ তাহার রক্তস্রাব বন্ধ হইল। তখন যীশু কহিলেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল? সকলে অস্বীকার করিলে পিতর ও তাহার সঙ্গীরা বলিলেন, প্রভু সকলে চাপাচাপি করিয়া আপনার উপরে পড়িতেছে।" (লুক ৮ : ৪৪—৪৫)

"আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দিব, আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বন্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বন্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।" (মথি—১৬ : ১৯)

জুদা ছিল যীশুর ১২ জন শিষ্যের অন্যতম। সে তাঁকে প্রতারিত করে এবং ভুল স্বীকার করে পূর্বগতে ফিরে যায়। তবু যীশু তাদেরকে (জুদা সহ) সম্বোধিন করে নসিহৎ করেন। যীশু তাদেরকে বলেন,

"আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যতজন আমাকে অনুসরণ করিয়াছ নূতন জগতে, পুনঃ সৃষ্টিকালে, যখন মনুষ্যপুত্র আবার প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরা ও বারস সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে।" (মথি —১৯ : ২৮)

গোপন ও প্রকাশ্য কোন ব্যাপারেই যীশুর পূর্ণজ্ঞান ছিল না। এমন কি, ডুমুরে কোন মৌসুম ফলে, এ ধরনের সাধারণ একটা বিষয় সম্পর্কেও তিনি কিছুই জানতেন না। সুতরাং যীশু খোদা বলে মান্য করাটা জবরদস্ত ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৪) মৃত্যু খোদার নাগাল পেতে পারে না—"যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী— (১ তীম—৬ : ১৬)।

পক্ষান্তরে, বলা হয় যে, যীশু মৃত্যু বরণ করিলেন। অতএব, যীশুর পক্ষে খোদা হওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

৫) কেবল খোদাই মনুষ্য জাতির পরিত্রাণকর্তা, তিনি রক্ষা করেন দুঃখ দুর্যোগ থেকে দায়ূদ বলেন : "ধার্মিকের বিপদ অনেক, কিন্তু সদাপ্রভু তাহাকে উদ্ধার করেন।" (গীত —৩৪ : ১৯)

মসিহ কোন অবস্থাতেই মানুষকে বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম ছিলেন না, তিনি নিজেই খোদাতায়ালার সাহায্য প্রর্থনা করেছেন—"এখন আমার আত্মা অস্থির—উদ্বিগ্ন হইয়াছে, আর কি বলিব পিতঃ, এই সময় হইতে আমাকে রক্ষা কর।" (যোহন ১২: ২৭)

এই উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে দেখলে পরিস্কার হয়ে উঠে যে, যীশুকে খোদা সাব্যস্ত করা ভুল। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : শাহ মুসতাফিজুর রহমান

জামাত সমাচার

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং প্রধান্যবিস্তার ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর ইউরোপ সফর এবং

গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কর্মতৎপরতা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

লণ্ডনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক বিজয় মণ্ডিত "কাসরে সলীব" কনফারেন্সের পর দ্বিতীয় দফায় সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ইউরোপে ইসলামের তবলীগীতৎপরতা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে নরওয়ের পর সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহালম গমন করেন। ২৯শে জুলাই তারিখ সকালে The Society of Religions for Interdiologue between Religions (বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ব্যবস্থাপক সংস্থা)-এর সভাপতি এবং চারজন সদস্য হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। হুজুর (আইঃ) তাঁহাদের সহিত এক ঘন্টা ব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। সেই দিনই তৃপ্রহরে হুজুর (ষ্টকহালমে) এক প্রেস কনফারেন্সে ভাষণদান করেন। উক্ত সংবাদিক সাক্ষাৎকারটি আড়াই ঘন্টা ব্যাপী স্থায়ী থাকে।

ষ্টকহালমের অধিবাসীগণকে ইসলামের পয়গাম পৌঁছাইবার পর হুজুর (আইঃ) তাঁহার কাফিলা সহ ১লা আগষ্ট তরিখ ভোর বেলায় মঙ্গলমত সুইডেনের আর একটি প্রসিদ্ধ শহর গোটানবর্গে পৌঁছান। সেখানে সকাল বেলায় আহমদীয়া মুসলিম মিশন হাউসে অনুষ্ঠিত একটি প্রেস কনফারেন্সে ভাষণ দান করেন। উহাতে সেখানকার জাতীয় পত্রিকা সমূহ এবং বেতারের সাংবাদিক প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। হুজুরের এই প্রেস কনফারেন্সের রিপোর্ট সুইডেনের পত্রিকা সমূহে জাঁকজমকের সহিত প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলি হুজুরের বৃহদাকৃতির বিভিন্ন ফোটর সহিত ইসলামের সত্যতা সম্পর্কিত হুজুরের সারগর্ভ বক্তব্য সমূহ তিন লাইনে বড় অক্ষরের হেডিং-এর নীচে অতি গুরুত্ব সহকারে সবিস্তারে প্রকাশ করে। তন্মধ্যে যেমন, একটি প্রভাবশালী দৈনিক ARBATET গোটানবর্গের 'মসজিদ নাসের" এর সামনে দণ্ডায়মান হুজুরের ৮½ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ৫½ ইঞ্চি প্রশস্থ ফোটর সহিত চার কালমে রঙীন বর্ডারে সুসজ্জিত করিয়া বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করে। শিরনামে দেওয়া হয়: KAMPANJ for KORANEN' অর্থাৎ কুরআন প্রচারের অভিযান। ফোটর বগলে পৃথক কলমে পরিচিতি স্বরূপ লেখা হয়: "গোটানবার্গ—একমাত্র আল্লাহতায়ালাই মানবতার সম্মুখীন সমস্যাবলীর সমাধান করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে সমগ্র মানবীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে—এই সে সকল কথা যাহা জামাত আহমদীয়ার রুহানী সর্বপ্রধান হযরত মীর্যা নাসের আহমদ মঙ্গলবার (১লা আগষ্ট) 'মসজিদ নাসের' (গোটানবার্গ)-এ

সাংবাদিক প্রতিনিধিগণের সহিত আলাপ-আলোচনা কালে বলিয়াছেন। কুরআন মজীদের প্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত মির্যা নাসের আহমদ বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এক কার্যকরী অভিযান পরিচালিত করিয়াছেন। এই অভিযানের অধীনে বিশ্বের সকল ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ প্রতিটি দেশে এবং প্রতিটি জাতিতে ছড়াইয়া দেওয়া হইবে।

হযরত মির্যা নাসের আহমদ তাঁহার ভাষণে ইহাও বলিয়াছেন যে, মানবজাতির সকল জেনারেশনের সমস্যাবলীর সামগ্রিক সমাধান কুরআন করীমে বিদ্যমান রহিয়াছে।'' (বিস্তারিত খবর 'আহ্‌মদীর' পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে দেওয়া হইবে)।

(আল-ফজল ৫ই ও ২২শে আগষ্ট ৭৮ইং)

বিভিন্ন জামাতে রমজানুল মুবারকের রূহানী কর্মতৎপরতা ঃ

রমজানুল মোবারকে সকল জামাতে নিয়োমিত রোজা, দরসে-কুরআন, দরসে হাদিস, নামাজ তারাবীহ্ ও ইজতেমায়ী দোওয়া ব্যতীত শেষ দশকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মণবাড়িয়া এবং সুন্দরবন জামাতসমূহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভ্রাতারা মসজিদে 'এ'তেকাফে' বসেন। স্থানাভাবে বিস্তারিত খবর দেওয়া সম্ভব হইল না। এতদ্ব্যতীত ২৯শে রমজানে সকল জামাতে ইফতারীর পূর্বাহ্নে বিশেষ ইজতেমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়, যাহাতে প্রতিটি জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মসজিদে একত্রিত হইয়া সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রাধান্য বিস্তার, সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ)-এর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং তাঁহার ইউরোপ সফরে সাফল্য, স্বদেশের সামগ্রিক উন্নতি এবং বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণ ও হেদায়ত কামনা করিয়া ইজতেমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে ইজতেমায়ী দোওয়া সাধারণভাবে রমজানের প্রতিদিনই বিভিন্ন জামাতে দরসে-কুরআনের পর অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঢাকায় ২৯শে রমজানে একজন মুখলেস বিত্তশালী ভ্রাতা মসজিদে ইফতারীর পর অতি সুস্বাদু বিরিয়ানী ভোজনে আপ্যায়িত করেন। জযাহুমুল্লাহতায়ালা।

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ

❋ ''ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে যে ভাবে পূর্বে মোমেনদেরকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং সাবধান থাকিও কেননা এমন যেন না হয় যে তোমরা হোঁচট খাও। পৃথিবী তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, যদি আকাশের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থাকে।''

(কিশতিয়ে নূহ—হযরত ইমাম মাহ্‌দী আঃ)

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামায়াতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাত বার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহর নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজয়ালুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের-ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়্যেদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor